

কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়?

পি.পি.আর, ২০০৮ এর যে বিধিতে এই সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে তাহা নিম্নরূপ : বিধি-৭৪।  
সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি।

(১) ক্রয়কারী দরপত্র প্রক্রিয়া বা অন্য কোনো ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগে ব্যতীত, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগে করিয়া একটি উৎস হইতে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, বা কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয় করিতে পারিবে, তবে কোনো অবস্থাতেই অবাধ প্রতিযোগিতা এড়াইবার বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সরবরাহকারী ও ঠিকাদারের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি বা আনুকূল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে না।

(২) সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অবাধ প্রতিযোগিতার সুফল পাওয়া যায় না যা স্বচ্ছতার অভাব থাকে বা অগ্রহণযোগ্য এবং প্রতারণামূলক তৎপরতাকে উৎসাহিত করা হইতে পারে বিধায় ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এই পদ্ধতির প্রয়োগে কঠোভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(৩) এই বিধিমালায় বর্ণিত পরিস্থিতিতেই যেন এই পদ্ধতির প্রয়োগ সীমিত থাকে এবং ইহার কোনো অপব্যবহার না হয়, তাহা নিশ্চিত করার জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি-৮১ এবং বিধি-৮২ এ বর্ণিত ক্রয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ এবং বাজেট বিভাজন অনুমোদন সাপেক্ষে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন প্রয়োজন হইবে না।

(৪) ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কোনো মূল চুক্তির ব্যাপ্তি মাতেবেক কাজ জরুরী ভিত্তিতে সমাপ্ত করা আবশ্যিক হইলে, যে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রদান করিয়াছিল, উহার পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তফসিল-২ এ বর্ণিত মূলসীমার উর্ধের ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশ বা পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশ অথবা অতিরিক্ত পণ্য সরবরাহের আদেশ প্রদান করা যাইবে।

ব্যাখ্যা : মূল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী হইলে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এবং ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান মূল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও সচিব পর্যায়ের নিয়ে হইলে, মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ তফসিল-২ এ বর্ণিত মূলসীমার উর্ধের ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশ বা পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশ বা অতিরিক্ত পণ্য সরবরাহের আদেশ  
অনুমোদন  
করিবে।